ঈশ্বরের সন্তানদের আশা

প্রেরিত শিষ্য যোহনের প্রথম পত্র ২:২৮-৩:৩

গত সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা যোহনের প্রথম পত্র থেকে একদিকে খ্রীস্টারি ও তাদের ভ্রান্তশিক্ষার বিপদের কথা এবং অন্যদিকে পবিত্র আত্মা ও ঈশ্বরের বাক্যের অভিষেকের দ্বারা সত্য বিশ্বাসীদের সত্য জ্ঞানের অধিকারের কথা শিখেছি। বিশেষ করে, খ্রীস্টারি বা ভ্রান্তশিক্ষকদের ৩টি বৈশিষ্ট্যের কথা যোহন আমাদের বলেছে, (১) তারা নিজেরা মণ্ডলীর সহভাগিতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছে (২:১৮-১৯); (২) যীশুই যে খ্রীস্ট, এই সত্য তারা অস্বীকার করেছে (২:২০-২৫), এবং (৩) তারা মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের বিপথে পরিচালিত করতে চাইছে (২:২৬-২৭)। কিন্তু ২:২৮ পদ থেকে খ্রীস্টারি ও তাদের ভ্রান্তশিক্ষার কথা বন্ধ করে যোহন একটি নতুন বিষয়ের কথা শুরু করেছে (যদিও, পরবর্তী অংশে যোহন ভ্রান্তশিক্ষার কথায় পুনরায় ফিরে আসবে)।

২:২৮-৩:৩ পদে, যোহন ভ্রান্তশিক্ষার **নেতিবাচক** বিষয় থেকে তার পাঠকদের দৃষ্টিকে পরিবর্তিত করে, যীশু খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের আশা সম্বন্ধে **ইতিবাচক** বিষয়ের কথা উল্লেখ করে, তার পাঠকদের উৎসাহিত করেছে। নিঃসন্দেহে, খ্রীস্টারি ও তাদের চাতুরীর কথা যোহনের মনে আছে, কিন্তু যোহন চায় তার বিশ্বাসী পাঠকরা যেন দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের বিশ্বাসে স্থির থাকে। এই পদ্ধতিকে আমরা জাল নোট চেনার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। জাল নোট চেনার জন্য জাল নোট সম্বন্ধে বিশদ প্রশিক্ষণের পরিবর্তে, খাঁটি নোটের বিষয় সঠিক জ্ঞানই যথেষ্ট। ৩:১০ পদে, যোহন এমন কথা বলতে চলেছে, ***"এতে ঈশ্বরের সন্তানরা ও দিয়াবলের সন্তানরা প্রকাশ হয়ে পড়ে . . .।"*** আজকের পৃথিবীতে অনেক নকল খ্রীস্টবিশ্বাসী আছে, যোহন যাদেরকে **দিয়াবলের সন্তান** বলে উল্লেখ করেছে। এখন সেই সমস্ত দিয়াবলের সন্তানের মন্দ বৈশিষ্ট্যের তালিকা তৈরীর পরিবর্তে, যোহন এখানে ঈশ্বরের সন্তানদের পরিষ্কার বর্ণনা দিয়েছে। এর দ্বারা একদিকে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আমাদের কাছে পরিষ্কার; এবং অন্যদিকে, সত্য বিশ্বাসী আমরা পবিত্র ও ধার্মিক জীবন যাপনে উৎসাহ পাচ্ছি।

২৭ পদে যোহন তার পাঠকদের বলেছিল যে, খ্রীস্ট ও তাঁর শিক্ষায় অবস্থিতিই হল মিথ্যাবিশ্বাস ও অখ্রীস্টিয় আচরণের রোগ প্রতিষেধক ঔষধ। পরবর্তী পদগুলিতে খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যোহন তার এই আবেদনকে জোরের সঙ্গে তার পাঠকদের কাছে উপস্থিত করেছে। খ্রীস্টের আগমনের দিনক্ষণ যদিও অনিশ্চিত, কিন্তু তাঁর আগমন সুনিশ্চিত। এই কথা তার পাঠকদের বলতে যোহন দুটি শব্দ ব্যবহার করেছে, (১) ***প্রকাশিত হওয়া*** *(to appear)*, এবং (২) ***আগমন*** *(parousia)*। খ্রীস্টের **প্রথম আগমনকে** নির্দেশ করতে ১:২ পদে যোহন ইতিমধ্যে যীশুর ***"প্রকাশিত হওয়ার"*** কথা বলেছে; পরবর্তী ৩:৫ ও ৮ পদেও এ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। খ্রীস্ট তাঁর প্রথম আগমনের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যের বিভিন্ন গোপন বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন (***আমরা তাঁর মহিমা দেখলাম, যেমন পিতা থেকে আগত একজাতের মহিমা, তিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ,*** যোহন ১:১৪)। দুঃখভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের পর যীশুকে আমরা আর চোখে দেখতে পাই না, যদিও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে তিনি তাঁর আত্মায় উপস্থিত, কিন্তু একদিন তিনি পুনরায় আমাদের মাঝে প্রকাশিত হতে চলেছেন এবং তার দ্বারা যা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি (৩:৩), তা প্রকাশ করতে চলেছেন। অন্যদিকে, তাঁর দ্বিতীয় ***আগমনের*** জন্য যে গ্রীক শব্দ *(parousia)* ব্যবহার করা হয়েছে, তা সাধারণত কোনও রাজার দ্বারা তার রাজত্বের কোনও একটি অংশে পরিদর্শনকে নির্দেশ করতে ব্যবহার করা হত। তাই, যোহন খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনকে রাজার ন্যায় জাঁকজমক সহকারে আগমন হিসাবে বর্ণনা করেছে। বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, **খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের** সঙ্গে **মৃতদের পুনরুত্থান, তাঁর সঙ্গে খ্রীস্টবিশ্বাসীদের একত্র হওয়া, এবং শেষবিচার** জড়িত। তাই, তাঁর দ্বিতীয় আগমন হল প্রকৃত বিশ্বাসী আমাদের কাছে পরম আশা ও উৎসাহের বিষয়। কারণ, তিনি তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে রাজার ন্যায় আমাদের মধ্যে এসে আমাদের সমস্ত চোখের জল মুছে দিতে চলেছেন ও তাঁর ধার্মিকতার ন্যায় বিচারের দ্বারা আমাদের প্রতি পূর্ণ আশীর্বাদ করতে চলেছেন। কিন্তু যারা মিথ্যা ও ভ্রান্তশিক্ষার মধ্যে বসবাস করছে, তারা যীশুর দ্বিতীয় আগমনকে এড়িয়ে যেতে চায়,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

কারণ তারা জানে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দিন তাদের **সব মিথ্যা সপ্রকাশিত হবে**। আর তাই, যীশুর দ্বিতীয় আগমনের দিন যারা **লজ্জিত** হবে, তারা হল সেই সমস্ত ব্যক্তি, যারা পৃথিবীতে তাঁর সঙ্গে সহভাগিতায় জীবন-যাপন করেনি, যারা কেবল উপরে উপরে তাঁর প্রতি বিশ্বাসের কথা বলেছে। তাঁর দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা তারা অনন্তকালের জন্য তাঁর সহভাগিতা থেকে দূরীকৃত হবে। পরিবর্তে, বিশ্বাসী আমরা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের বিষয় ***"সাহসযুক্ত হই, তাঁর আগমনে তাঁর থেকে লজ্জিত হই না।"*** আর তাই প্রকৃত বিশ্বাসী আমরা যারা এই পৃথিবীর মাটিতে খ্রীস্টের সঙ্গে সহভাগিতা উপভোগ করি, তারা পৌলের মতো তাঁর সান্নিধ্য আরও বেশি আশা করি, ***"আমার পক্ষে জীবন খ্রীস্ট ও মরণ লাভ . . . আমার ইচ্ছা এই যে, ফিরে গিয়ে খ্রীস্টের সঙ্গে থাকি, কারণ তা বহুগুণে শ্রেয়"*** (ফিলিপীয় ১:২১-২৩)।

এখন খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমন যখন বাস্তবায়িত হবে, তখন যে বিচার সাধিত হবে, যোহন সেই বিচারের কথা ২৯ পদে উল্লেখ করেছে। সেই বিচার স্বয়ং খ্রীস্টের দ্বারা সাধিত হবে, এবং **তিনি ধার্মিক**। অতএব, তাঁর আগমনে আমরা যদি লজ্জিত না হতে চাই, তাহলে, আমাদের কর্তব্য ***আমরা যেন ধার্মিকতার জীবন যাপন করি***। কারণ সেই বিচারক যেহেতু ধার্মিক, সেইহেতু আমরা যদি তাঁর সামনে সাহস সহকারে দাঁড়াতে চাই, তাহলে আমাদের প্রয়োজন ধার্মিকতায় জীবন-যাপন করা। তাই, যোহন তার বিশ্বাসী পাঠকদের উৎসাহ দিয়ে বলেছে, ***"যদি জান যে তিনি ধার্মিক, তবে এ কথাও জানতে পার, যে কেউ ধর্মাচরণ করে, সে তাঁর থেকে জাত"*** (২৯ পদ)। এই কথার দ্বারা যোহন তার পত্রে একটি নতুন বিষয়ের আলোচনা শুরু করেছে। আর সেই বিষয়টি হল, আত্মিক জন্ম (ঈশ্বর থেকে জাত)। এর দ্বারা ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসীদের সম্পর্ককে পিতা-সন্তানের সম্পর্ক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। হ্যাঁ, বাক্য ও আত্মার কাজকে ব্যবহার করে (২:২০, ২৪) যীশু খ্রীস্টে বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর সন্তান করেছেন। তাই, যোহন তার সমস্ত লেখায় যীশুকে ***'ঈশ্বরের পুত্র'*** এবং বিশ্বাসী আমাদের ***'ঈশ্বরের সন্তান'*** হিসাবে প্রকাশ করেছে।

হ্যাঁ, আমরা যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি। আমরা আমাদের কোনও শক্তি, ক্ষমতা, জ্ঞান বা দর্শনের দ্বারা ঈশ্বরের সন্তান হইনি, কিন্তু ঈশ্বরের প্রেমের কারণেই আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি। তাই, ৩:১ পদে, যোহন স্পষ্ট করে লিখেছে, ***"পিতা আমাদের কেমন প্রেম প্রদান করেছেন যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে আখ্যাত হই; আর আমরা তাই-ই বটে।"*** অর্থাৎ, আমাদের এই বর্তমান অবস্থানের জন্য আমরা আমাদের নিজেদের কোনও বিষয়ের শ্লাঘা করতে পারি না। 'ঈশ্বরের সন্তান' হিসাবে আখ্যাত হবার পিছনে একমাত্র কারণ হল **ঈশ্বরের প্রেম**। তাই পৌল আমাদের বলেছে, ***"কারণ অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ; এবং এ কাজ তোমাদের থেকে হয়নি, ঈশ্বরের দান; তা কর্মের ফল নয়, যেন কেউ শ্লাঘা না করে"*** (ইফিষীয় ২:৮-৯)। অবশ্য, একথা সত্য যে, আমাদের এই বর্তমান অবস্থানকে জগৎ স্বীকার করে না। তারা যেহেতু ঈশ্বরের প্রেম কী, তা তারা জানে না; সেইহেতু তারা আমাদেরও জানে না, ***"এই জগৎ আমাদের জানে না, কারণ সে তাঁকে জানে না"*** (৩:১খ)। এইভাবে, যোহন ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রেমকে যুক্ত করেছে। আমরা যোহন ৩ অধ্যায়ের কথা এখানে স্মরণ করতে পারি, যেখানে যীশু নীকদীমকে নতুন জন্ম বা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, যীশু খ্রীস্টকে প্রদানের দ্বারা ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁর প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন (যোহন ৩:১৬)। রোমীয় ৫ অধ্যায়ে পৌল ঈশ্বরের এই প্রেমের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতে গিয়ে, আমাদের অক্ষমতাকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে, ***"যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম"*** (রোমীয় ৫:৬); ***"যখন আমরা পাপী ছিলাম"*** (রোমীয় ৫:৮) ; ***যখন আমরা শত্রু ছিলাম*** (রোমীয় ৫:১০)। এখন জগৎ কখনও নিজেদের শক্তিহীন, পাপী বা ঈশ্বরের শত্রু বলে অনুভব করতে পারে না, তাই তারা তার প্রেমকেও উপলব্ধি করতে পারে না। তাই, তারা যেমন খ্রীস্টকে অস্বীকার করেছিল, তারা বিশ্বাসী আমাদেরও অস্বীকার করে। এখন, জগৎ যে কেবল বিশ্বাসীদের 'ঈশ্বরের সন্তান' হিসাবে অস্বীকার করে, তা নয়; ***তারা আমাদের ঘৃণাও করে*** (৩:১৩ পদ), যেমন তারা যীশুকে ঘৃণা করেছিল। যোহন ১৫:১৮ পদে, যীশু আমাদের বলে গেছেন, ***"জগৎ যদি তোমাদের দ্বেষ করে, তোমরা তো জান, সে তোমাদের আগে আমাকে দ্বেষ করেছে। তোমরা যদি জগতের হতে, তবে জগৎ আপনার নিজস্ব ভালোবাসিত; কিন্তু তোমরা তো***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

জগতের নও, বরং আমি তোমাদেরকে জগতের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি, এই জন্য জগৎ তোমাদের দ্বেষ করে।'' এখন, যোহনের বিশ্বাসী পাঠকরা যখন জগতের দ্বারা ঘৃণা অনুভব করছে, তখন তার দ্বারা আশাহত হবার কোনও প্রয়োজন নেই। পরিবর্তে, তাদের প্রতি জগতের দ্বারা এই ঘৃণা আরও প্রমাণ করে যে, তারা 'ঈশ্বরের সন্তান।' এই কারণে, বিশ্বাসী আমরা যখন বিভিন্ন তাড়নার সম্মুখীন হই, তখন যেন আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরীকৃত হবার কথা চিন্তা না করি, বিশ্বাস ত্যাগ করতে প্রলুব্ধ না হই; পরিবর্তে, পৌলের ন্যায় বিশ্বাসী আমাদের উচিৎ বিশ্বাসে দৃঢ় হওয়া, *"খ্রীস্টের প্রেম থেকে কে আমাদের পৃথক করবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না? কি দুর্ভিক্ষ? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ-সংশয়? কি খড়্গ? . . . কিন্তু যিনি আমাদের <u>প্রেম</u> করেছেন, তাঁরই দ্বারা আমরা এই সকল বিষয়ে বিজয়ী অপেক্ষাও অধিক বিজয়ী হই''* (রোমীয় ৮:৩৫-৩৭)। অর্থাৎ, ঈশ্বরের যে <u>প্রেম</u> দ্বারা আমরা তাঁর সন্তান হয়েছি, ঈশ্বরের সেই <u>প্রেমই</u> জাগতিক সমস্ত তাড়না, কষ্ট, লাঞ্ছনা, ও ঘৃণা সত্ত্বেও আমাদেরকে খ্রীস্টে সংযুক্ত রাখে।

কিন্তু আমরা যদিও এখন 'ঈশ্বরের সন্তান,' কিন্তু আমাদের অবস্থান কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ বিশ্বাসী আমাদের জন্য ভবিষ্যৎ আশা আছে। আমাদের <u>ভবিষ্যৎ অবস্থান</u> বর্তমান অবস্থান থেকে অনেক উন্নত হবে। সেই কথা পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে যোহন লিখেছে, *"প্রিয়তমেরা, এখন আমরা ঈশ্বরের সন্তান; এবং কী হব, তা এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হবেন, তখন আমরা তাঁর সমরূপ হব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁকে তেমনই দেখতে পাবো''* (২ পদ)। একই ধরণের কথা যিশাইয় ৬৪:৪ পদকে উদ্ধৃত করে, পৌলও লিখেছে, *"চোখ যা দেখেনি, কান যা শোনেনি, এবং মানুষের হৃদয়ে যা ওঠেনি, যা ঈশ্বর, যারা তাঁকে প্রেম করে, তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন''* (১ করিন্থীয় ২:৯)। যীশু খ্রীস্টকে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা **'ইতিমধ্যে'** *(already)* ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করেছি, তাঁর আত্মিক আশীর্বাদ ভোগ করে চলেছি; কিন্তু সেই রাজ্যের পূর্ণতা, তথা সেই আশীর্বাদ উপভোগের পূর্ণতা **'কিন্তু এখনও হয়নি'** *(but not yet)*। তাই, সেই আগামী অবস্থানের জন্য আমরা **অপেক্ষা করে আছি**। অবশ্য, এই অপেক্ষা অর্থহীন অপেক্ষা নয়। কারণ, সেই ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। *"আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হবেন, তখন আমরা তাঁর সমরূপ হব।''* আমরা ইতিমধ্যে ঈশ্বরের সন্তান, আমরা আলোতে জীবন যাপন করি, এবং আমরা পাপের দাসত্ব করি না। এখন, যোহন এখানে খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনে আমরা তাঁর সমরূপ হবার কথা বললেও, এই কথার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি। কিন্তু আমরা ধরে নিতে পারি যে, এখন আমরা যে সমস্ত বিশেষ অধিকার **<u>আংশিকভাবে</u>** *(partially)* ভোগ করি, যীশুর দ্বিতীয় আগমনে আমরা তা **<u>পূর্ণ মাত্রায়</u>** *(fully & conpletely)* ভোগ করব। কেবল তা-ই নয়, আমরা যীশুর প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করে যীশুকে তাঁর মহিমান্বিত আকারে দেখতে পাবারও আশা করি। কারণ, পিতার কাছে প্রার্থনা করতে গিয়ে যীশু বলেছিলেন, *"পিতা, আমার ইচ্ছা এই, আমি যেখানে থাকি, তুমি আমায় যাদের দিয়েছ, তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যেন <u>তারা আমার সেই মহিমা দেখতে পায়</u>, যা তুমি আমাকে দিয়েছ, কারণ জগৎ পত্তনের পূর্বে তুমি আমাকে প্রেম করেছিলে''* (যোহন ১৭:২৪)। তার ফলস্বরূপ, আমরাও তাঁর সেই গৌরবে অংশ নেব, যেমন পৌল লিখেছে, *". . . যেন তাঁর সঙ্গে <u>প্রতাপান্বিতও</u> হই . . . আমাদের প্রতি যে প্রতাপ প্রকাশিত হবে, তার সঙ্গে এই বর্তমান কালের দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয়* (রোমীয় ৮:১৭-১৮); *"তিনি আমাদের দীনতার দেহকে রূপান্তর করে নিজ <u>প্রতাপের দেহের সমরূপ করবেন</u>* (ফিলিপীয় ৩:২১); *"আমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীস্ট যখন প্রকাশিত হবেন, তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে <u>সপ্রতাপে প্রকাশিত হবে</u>''* (কলসীয় ৩:৪)। এই গৌরবান্বিত হবার কাজ এই পৃথিবীর মাটিতেই বিশ্বাসীদের জীবনে <u>শুরু হয়েছে</u> (*"সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরিতকৃত হচ্ছি,''* ২ করিন্থীয় ৩:১৮), কিন্তু খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনে এই রূপান্তর <u>**পূর্ণতা লাভ করবে**</u>। যোহন আরও বলেছে যে, এই রূপান্তরিত হবার কাজ সাধিত হবে, *"কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁকে তেমনই দেখতে পাবো।''* এই কথার অর্থ, আয়নার সামনে আমরা যখন দাঁড়াই, তখন আয়না আমাদের প্রতিফলিত করে; ঠিক একইভাবে, <u>এখন</u> যেমন *"আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পনের ন্যায় প্রতিফলিত করতে করতে তেজ থেকে তেজ পর্যন্ত যেমন প্রভু থেকে, আত্মা*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

থেকে হয়ে থাকে, তেমনই সেই মূর্তিতে স্বরূপান্তরিত হচ্ছি'' (২ করিন্থীয় ৩:১৮); তাঁর মুখোমুখী হয়ে আমরা তা পূর্ণ মাত্রায় সাধন করব। এর অর্থ, সিনয় পর্বতের উপরে সদাপ্রভুর সঙ্গে আলাপ করার ফলস্বরূপ মোশি উজ্বল মুখের অধিকারী হয়েছিল, তাই লোকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সে বাধ্য হয়ে রুমাল দিয়ে মুখ ঢেকে রাখত। কিন্তু যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা যারা ঈশ্বরের সন্তান হয়েছি, তারা অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ আয়নার ন্যায় প্রতিফলিত করে চলেছি। অতএব, আমরা যখন খ্রীস্টের মুখোমুখি হব, তখন কী পরিমাণে আমরা তাঁকে প্রতিফলিত করব, তা আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি!

এই বিশ্বাসকে শক্ত করতে যোহন তার পাঠকদের খ্রীস্টের প্রতি প্রত্যাশা রাখতে বলেছে, *''আর তাঁর উপর এই প্রত্যাশা যে ব্যক্তির আছে, সে নিজেকে বিশুদ্ধ করে, যেমন তিনি বিশুদ্ধ''* (৩:৩ পদ)। যোহন তার পাঠকদের পরিস্থিতি উপলব্ধি করেছে, তারা যে কী ধরণের প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে জীবন-যাপন করছে, তা সে জানে। হতে পারে যোহনের সেই মণ্ডলীর একটা বৃহৎ অংশ খ্রীস্টারীদের প্ররোচনায় মণ্ডলী থেকে বেরিয়ে গেছে; কেবল তাই-ই নয়, যারা বেরিয়ে গেছে, তারা এই কথা প্রচার করে বেরাচ্ছে যে, তারাই প্রকৃত সত্য জানে। এমন পরিস্থিতিতে, যারা মণ্ডলীতে অবশিষ্ট থেকে গেছে, তাদেরকে প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তাই, যোহন এখানে প্রকৃত খ্রীস্টবিশ্বাসীদের বিশেষ অধিকারের কথা, বিশেষ করে খ্রীস্টেতে তাদের **আশার কথা** উল্লেখ করেছে। তাই, যোহন সেই বিশ্বাসীদের উৎসাহ দিয়ে সেই আশার কথা বলেছে, *''আমরা জানি, তিনি যখন প্রকাশিত হবেন, তখন আমরা তাঁর সমরূপ হব; কারণ তিনি যেমন আছেন, তাঁকে তেমনই দেখতে পাবো।''* কিন্তু আমরা যেন প্রভুর সেই কথা ভুলে না যাই, যেখানে তিনি বলেছেন, *''ধন্য যারা নির্মলান্তকরণ, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন পাবে''* (মথি ৫:৮)। হ্যাঁ, *বিশ্বাসী আমাদের বিশুদ্ধতার অধিকারী হতে হবে, কারণ আমাদের প্রভু বিশুদ্ধ* (৩:৩)। এখন, এই বিশুদ্ধতা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের জন্য বাহ্যিক বিশুদ্ধতা নয় (যাত্রা ১৯:১০; গণনা ৮:২১; যোহন ১১:৫৫; প্রেরিত ২১:২৪, ২৬; ২৪:১৮); কিন্তু নৈতিক বিশুদ্ধতা (যাকোব ৪:৮; ১ পিতর ১:২২)। ১ যোহন ৩ অধ্যায়ের পরবর্তী পদগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, যোহন যে বিশুদ্ধতার কথা ৩:৩ পদে উল্লেখ করেছে, তা হল, ***পাপের দাসত্ব থেকে স্বাধীন জীবন যাপন***। অর্থাৎ, যারা বিশুদ্ধ ঈশ্বরের পুত্রের সান্নিধ্যে আসতে চায়, তাদের নিজেদের দায়িত্ব বিশুদ্ধ হওয়া।

এই কথার দ্বারা যোহন বিশ্বাসী আমাদের খ্রীস্টীয় অভিজ্ঞতার **বাস্তবতা** ও **অসম্পূর্ণতা** তুলে ধরেছে। যে সমস্ত খ্রীস্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের সামনে তাদের অবস্থান সম্বন্ধে সন্দেহ করে, তাদের এই বলে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, যারা যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতার (প্রেম+ন্যায় বিচার) পথে চলে, তারা অবশ্যই ঈশ্বর থেকে জাত এবং তারা ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে তারা সমস্ত অধিকারে অধিকারী। কিন্তু একই সঙ্গে তাদেরকে আত্মসন্তুষ্টি সম্বন্ধে সতর্ক করতে হবে; তারা যেন কখনও এমন কথা না ভাবে যে, একজন খ্রীস্টবিশ্বাসী যে সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে, তারা সেই সমস্ত অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যে লাভ করে ফেলেছে। এই পথে চিন্তা করার অর্থ, আমাদের খ্রীস্টীয় অভিজ্ঞতার ভবিষ্যৎ দিক বা আশার দিককে অস্বীকার করা। কারণ, এমন চিন্তার অর্থ, ঈশ্বর আমাদের জন্য যা করতে পারেন, তা সব সাধন করেছেন, তিনি এর অধিক কিছু করতে পারেন না। তা কখনও সত্য নয়। পরিবর্তে, আগামী পূর্ণতার প্রতি আমাদের আশা রাখতে হবে এবং সেই মহৎ ঘটনার আলোকে সাহসের সঙ্গে জীবন যাপন করতে উৎসাহীত হতে হবে। হ্যাঁ, ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমনের প্রতি আমাদের আশা আমাদের বিশ্বাসকে নিশ্চিত ও দৃঢ় করে।

আমরা কি খ্রীস্টের দ্বিতীয় আগমন আশা করি? না-কি, তাঁর শেষবিচারকে চিন্তা করে, লজ্জা পাবার ভয়ে সেই আগমনকে এড়িয়ে যেতে চাই। প্রকৃত বিশ্বাসী জানে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে তাঁর ধার্মিকতায় সমস্ত সত্য প্রকাশ পাবে; কেবল তা-ই নয়, তিনি যখন প্রকাশিত হবেন, তখন বিশ্বাসী তাঁর সমরূপ হবে, পূর্ণতা লাভ করবে, তাঁর সঙ্গে মহিমান্বিত হবে। এই আশা বিশ্বাস-জীবন যাপনে একটি অন্যতম প্রধান অনুপ্রেরণা। তাই, বিশ্বাসী আমরা প্রার্থনা করি, *''প্রভু, তুমি শীঘ্র এস।''*

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)